শিশু তুহিন হত্যা: বাবাসহ তিনজন ৩ দিনের রিমান্ডে

সুনামগঞ্জে পাঁচ বছরের শিশু তুহিন মিয়াকে হত্যার ঘটনায় গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে তার বাবা আবদুল বছিরসহ তিনজনের তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। বাকি দুজন হলেন তুহিনের চাচা আবদুল মছবির ও প্রতিবেশী জমসের আলী।

পুলিশ তুহিনের মা মনিরা বেগমের দায়ের করা মামলায় এই তিনজনকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে সুনামগঞ্জের জ্যেষ্ঠ বিচারিক হাকিম আদালতে হাজির করে। তাদের প্রত্যেককে পাঁচ দিন করে রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করা হয়। বিচারক শ্যাম কাÍ সিনহা প্রত্যেকের তিন দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেন। সুনামগঞ্জে পুলিশ সুপার মো. মিজানুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, এই মামলায় এখন পর্যÍ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। অন্য দুজন হলেন তুহিনের আরেক চাচা নাসির মিয়া ও চাচাতো ভাই শাহরিয়ার। গত রোববার রাতের কোনো এক সময় শিশু তুহিনকে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় গতকাল সোমবার তুহিনের মা মনিরা বেগম অজ্ঞাত ১০-১২ জনের বিরুদ্ধ দিরাই থানায় হত্যা মামলা করেন। তবে গতকাল দুপুর থেকেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে তুহিনের বাবা, চার চাচা, এক চাচি ও এক চাচাতো বোনকে।

সুনামগঞ্জের পুলিশ সুপার (এসপি) মো. মিজানুর রহমান আজ দুপুরে বলেন, এ ঘটনায় তুহিনের পরিবারের লোকজন জড়িত। প্রতিপক্ষের লোকজনকে ফাঁসাতে পরিকল্পিত ভাবে এই কাজ করা হয়েছে। কে, কারা, কখন, কীভাবে তাকে হত্যার করেছে; সবকিছু তারা জেনেছেন। শিশু তুহিনের বয়স মাত্র পাঁচ বছর। কদম গাছের ডালে ঝুলছিল তার নিথর দেহ। পেটে ঢোকানো ছিল দুটি লম্বা ছুরি। তার দুটি কান ও যেনাঙ্গ কেটে ফেলা হয়। এই শিশুর বাড়ি সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার রাজানগর ইউনিয়নের কেজাউরা গ্রামে। তার বাবার নাম আবদুল বাছির। তিনি পেশায় কষক।

নিজস্ব প্রতিনিধি

ঢাকায় আরও দুই মেট্রোরেল, খরচ ৯৪ হাজার কোটি টাকা

রাজধানী ঢাকা শহরে আরও দুটি মেট্রোরেল হছে। এতে খরচ ধরা হয়েছে প্রায় ৯৪ হাজার কোটি টাকা। গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় অর্থনতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় এই দুটি প্রকল্প পাস হয়।

নতুন দুই মেট্রোরেলের মধ্যে একটি হবে বিমানবদর থেকে নতুন বাজার, বাড্ডা হয়ে কমলাপুর রেলস্টেশন পর্যÍ। এর দঘর্য হবে ৩১ কিলোমিটার। এটি ম্যাস র্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেট প্রজেক্ট বা লাইন-১ নামে পরিচিত হবে। আরেকটি মেট্রোরেল হবে সাভারের হেমায়েতপুর থেকে আমিনবাজার, গাবতলী, মিরপুর-১, কচুক্ষেত, বনানী, গুলশান-২, নতুনবাজার হয়ে ভাটারা পর্যÍ। এর দঘর্য ২০ কিলোমিটার। এই রুটটি এমআরটি লাইন-৫ নামে পরিচিত হবে। প্রথম প্রকল্পে খরচ হবে ৫২ হাজার ৫৬১ কোটি টাকা। প্রথম প্রকল্পটি শেষ হবে ২০২৬ সালের জুন মাসে। দ্বিতীয় প্রকল্পে খরচ ৪১ হাজার ২৩৮ কোটি টাকা।

শেষ হবে ২০২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে। দুটি প্রকল্পেই জাপানের সাহায্য সংস্◌াা জাইকা অর্থায়ন করবে।
প্রধানম্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়। একনেক সভা শেষে প্রকল্পগুলো সম্পর্কে সাংবাদিকদের জানান পরিকল্পনাম্ত্রী এম এ মানান।

নতুন মেট্রোরেল প্রকল্প সম্পর্কে এম এ মানান বলেন, প্রকল্পগুলোকে সড়কের সবচেয়ে বেশি ব্যয়ের প্রকল্প বলা যায়। তবে নির্মাণ শেষ হলে ঢাকা হবে বিশ্বমানের শহর। তবে প্রধানম্ত্রীর নির্দেশনার বিষয়ে ম্ত্রী জানান, মেট্রোরেলের জন্য হাতিরঝিল যেন নষ্ট না হয়। এ ছাড়া মেট্রোরেলের কারণে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা হলেও কোনো ব্যাঘাত ঘটানো যাবে না।

আজকের একনেকে সব মিলিয়ে ১ লাখ ২৫ কোটি টাকার ১০টি প্রকল্প পাস হয়। একনেকে অনুমোদিত অন্য প্রকল্পগুলো হলো ১ হাজার ৪৮৫ কোটি টাকার ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের বেগমগঞ্জ থেকে সোনাপুর

পর্যÍ চার লেনে উনীত করা; ৪২১ কোটি টাকার ডোমার-চিলাহাটি-ডাউলাগঞ্জ, ডোমার-জলডাকা এবং জলঢাকা-ভাদুরদরগাহ-ডিমলা জেলা মহাসড়কের মান উনীত করা; ৭৩১ কোটি টাকার কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট জেলা মহাসড়ক যথাযথ মানে উনীত করাসহ ছয়না-যশোদল-দেদ্দশত বাজার সংযোগ সড়ক নির্মাণ; ১ হাজার ৭১৯ কোটি টাকার ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের বিভিন অবকাঠামো উনয়ন; ১ হাজার ৮৮ কোটি টাকার ঢাকার মিরপুরের পাইকপাড়ায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বহুতল আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ; ১২৯ কোটি টাকার ঢাকার আজিমপুরে বিচারকদের জন্য বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ; ৫৮০ কোটি টাকার ইরিগেশন ম্যানেজমেট ইম্প্রুভমেট প্রজেক্ট এবং ৭০ কোটি টাকার জলবায়ু পরিবর্তনের বিরপ প্রভাব নিরসনে সিলেট বন বিভাগে পুনঃ বনায়ন ও অবকাঠামো উনয়ন প্রকল্প।

নিজস্ব প্রতিনিধি

আবরার হত্যায় প্রথম স্বীকারোক্তি ইফতির

বুয়েটের ছাত্র আবরার ফাহাদ হত্যার ঘটনায় গ্রেফতার আসামিদের মধ্যে ইফতি মোশাররফ সকাল আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে ঢাকা মহানগর হাকিম সাদবির ইয়াসির আহসান চৌধুরীর আদালতে আবরার হত্যার ঘটনায় প্রথম স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন ইফতি।
এর আগে ইফতিকে আদালতে হাজির করে পুলিশ। রিমান্ডে থাকা ইফতি স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিতে রাজি হওয়ায় তাকে আদালতে হাজির করা হয় বলে জানায় পুলিশ।
ইফতি দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন বলে জানান ঢাকা মহানগর পুলিশের অপরাধ তথ্য ও প্রসিকিউসন বিভাগের কর্মকর্তা উপ-কমিশনার জাফর হোসেন। জবানবন্দি গ্রহণ শেষে ইফতিকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন আদালত। আসামি ইফতি বুয়েটের বায়ো মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ও বুয়েট শাখা ছাত্রলীগের উপ-সমাজসেবা সম্পাদক

ছিলেন। আবরার হত্যার ঘটনায় অভিযোগ উঠার পর তাকে স্থায়ীভাবে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
আবরার হত্যার ঘটনার পর সোমবার ইফতিসহ ১০ জনকে গ্রেফতার করে সবাইকেই পাঁচ দিনের রিমান্ডে নেয় পুলিশ। তাদের মধ্যে ইফতিই প্রথম স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয়ায় রাজি হলেন।
প্রসঙ্গত ভারতের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি নিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেয়ায় খুন হন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদকে। ভারতের সঙ্গে চুক্তির বিরোধিতা করে শনিবার বিকালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দেন ফাহাদ। এর জের ধরে রোববার রাতে শেরেবাংলা হলের নিজের ১০১১ নম্বর কক্ষ থেকে তাকে ডেকে নিয়ে ২০১১ নম্বর কক্ষে বেধড়ক পেটানো হয়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। পিটুনির সময় নিহত আবরারকে ‘শিবিরকর্মী’ হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা চালায় খুনিরা।
তবে আবরার কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন না বলে নিশ্চিত করেছেন তার পরিবারের সদস্যসহ সংশ্লিষ্টরা।
হত্যাকা-◌ের প্রমাণ না রাখতে সিসিটিভি ফুটেজ মুছে (ডিলেট) দেয় খুনিরা। তবে পুলিশের আইসিটি বিশেষজ্ঞরা তা উদ্ধারে সক্ষম হন। পুলিশ ও চিকিৎসকরা আবরারকে পিটিয়ে হত্যার প্রমাণ পেয়েছেন।
এ ঘটনায় বুয়েট শাখা ছাত্রলীগের সহসভাপতি মুহতাসিম ফুয়াদ ও সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান রাসেলসহ ১৬ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
এ ঘটনায় ১৯ জনকে আসামি করে তার বাবা চকবাজার থানায় সোমবার রাতে একটি হত্যা মামলা করেন। বুয়েট কর্তৃপক্ষ একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছে। পাশাপাশি গঠন করেছে একটি তদন্ত কমিটিও।
এদিকে ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার প্রমাণ মেলায় বুয়েট শাখার সহসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ ১১ জনকে ছাত্রলীগ থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে।

-নিজস্ব প্রতিনিধি

সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই কমবেশি

র্যাগিং আছে: শিক্ষামন্ত্রী

দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই কমবেশি র্যাগিং আছে উল্লেখ করে শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি বলেছেন, সরকারের একক প্রচেষ্টায় র্যাগিং বন্ধ করা সম্ভব না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষক, পরিবার—সবার ভূমিকা রয়েছে। র্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে বৈশ্বিক শিক্ষা পরিবীক্ষণ (জিইএম) প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী এসব কথা বলেন। ‘অভিবাসন, বাস্তুচ্যুতি এবং শিক্ষা: দেয়াল নয়, প্রয়োজন সেতুবন্ধন’ শীর্ষক প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা ইউনেসকো।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘বুয়েটের শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদের হত্যাকা- ◌ের ঘটনায় আমরা ক্ষুব্ধ, লজ্জিত। একজন মেধাবীর এমন নৃশংস হত্যাকা- মেনে নেওয়া যায় না। হত্যায় জড়িত হিসেবে যাদের নাম এসেছে, তাদের দ্রুত ধরা হয়েছে। অবশ্যই দ্রুততম সময়ের মধ্যে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা হবে।’

বুয়েটে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষার্থীদের নির্যাতন করলেও প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা নেয়নি—শিক্ষার্থীদের এমন অভিযোগের বিষয়ে সাংবাদিকেরা শিক্ষামন্ত্রীকে প্রশ্ন করেন। জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বুয়েটে ছাত্রলীগসহ অন্য ছাত্রসংগঠনগুলোও শক্তিশালী। শুধু সরকারসংশ্লিষ্ট বলে ছাত্রলীগ এমন করছে, সেটি বলাও গ্রহণযোগ্য না। যেকোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে র্যাগিং বন্ধে সম্মিলিত উদ্যোগ নিতে হবে।

বুয়েটের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা উপাচার্যের পদত্যাগ দাবি করছেন—এ বিষয়ে সরকারের ভাবনা কী, তা জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, একজন উপাচার্য থাকবেন কি না, তাঁকে অপসারণ করা হবে কি না, সেটি ভিন্ন ব্যাপার। কিন্তু যাঁরা এখন আন্দোলন করছেন, তাঁরা দীর্ঘদিন এমন অন্যায় মেনে নিয়েছেন এবং চলতে দিয়েছেন। অন্যায় প্রতিরোধে নৈতিকতার জায়গা থেকে তাঁরা কী করেছেন। শিক্ষকেরা আগে সরব হলে এমন মর্মান্তিক ঘটনা হয়তো প্রতিরোধ করা যেত।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব সোহরাব হোসাইনের

সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মুনশী শাহাবুদ্দীন আহমেদ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জি এম হাসিবুল আলম, ঢাকাস্থ ইউনেসকোর প্রধান বিয়াট্রিস কালদুন, বাংলাদেশ ইউনেসকো জাতীয় কমিশনের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল মনজুর হোসেন প্রমুখ।
-নিজস্ব প্রতিনিধি

আবরার হত্যার বিচার দ্রুততম সময়ে: আইনমন্ত্রী

আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, আবরার হত্যা মামলার বিচার দ্রুততম সময়ের মধ্যে শেষ করা হবে। তবে কোন আদালতে করা হবে না হবে, তা মামলার অভিযোগপত্র দেওয়ার পরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে নোয়াখালীর চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের নতুন ভবন উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি।

এজাহারে অনেকের নাম নেই—সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নে আইনমন্ত্রী বলেন, মামলার এজাহার করা হয়েছে। এই মামলার ও হত্যার যে প্রকৃতি, হয়তো অনেকের নাম এজাহারে না-ও আসতে পারে। কিন্তু এজাহার করার পরে একটা তদন্ত হয়, তদন্ত পুলিশ করবে এবং সেই তদন্তে যারা দোষী, তাদের সবার নাম মামলায় যুক্ত হবে।

এর আগে জেলা ও দায়রা জজ সালেহ উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন আনিসুল হক। এ সময় তিনি বলেন, সব আদালত ভবনকে সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা হবে। ক্যামেরাগুলো মনিটরিং করা হবে। সাড়ে ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০ তলাবিশিষ্ট ওই আদালত ভবন নির্মিত হয়।

অনুষ্ঠানে নোয়াখালী-৪ আসনের সাংসদ মোহাম্মদ একরামুল করিম চৌধুরী, নোয়াখালী-৬ আসনের সাংসদ আয়েশা ফেরদাউস, আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব গোলাম ছারওয়ার প্রমুখ বক্তব্য দেন।

বিকেলে মন্ত্রী জেলা আইনজীবী সমিতির মিলনায়তনে আইন পেশায় ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আটজন জ্যেষ্ঠ আইনজীবীকে দেওয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। এ সময় মন্ত্রী আইনজীবী সমিতির গ্রন্থাগারের বই কেনার জন্য ১০ লাখ টাকা অনুদান দেওয়ার ঘোষণা দেন।

-নিজস্ব প্রতিনিধি

টাকার পেছনে ছোটায় আইনজীবীদের প্রতি আস্থা হারাচ্ছে মানুষ: রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ বলেছেন, আমার মনে হয়ে আইনজীবীদের ওপর থেকে মানুষ আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। তাদের কাছে আইনি সেবা নিতে গিয়ে হয়রানি হয়। কেবল টাকার পেছনে ছোটার যে কালচার তৈরি হয়েছে, তা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। তবেই মানুষ আইনজীবীদের আগের মতো শ্রদ্ধা করবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে কিশোরগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির দেয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ সব কথা বলেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, অতীতে রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে আইনজীবীদের যে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ও ঐতিহ্য ছিল তা অনেকটাই ম্লান হয়ে গেছে। আগে যারা সংসদে এমপি হতেন তাদের একটা বড় অংশই ছিল আইনজীবী। তারা সমাজ ও রাষ্ট্রে নেতৃত্ব দিতেন কিন্তু; বর্তমান সময়ে নানা অবক্ষয়ের কারণে সেটা আর দেখা যায় না।

তিনি পরিসংখ্যান দিয়ে বলেন, ১৯৭০ সালের পার্লামেন্টে আইনজীবীর সংখ্যা ছিল ৫১ ভাগ। অষ্টম সংসদে ছিল মাত্র ৩৩ জন। এখন হয়ত তা আরও কম।

রাষ্ট্রপতি আইনজীবীদের সমালোচনা করে বলেন, আমার মনে হয় কেবল টাকার পেছনে ছোটার কারণে আইনজীবীদের ওপর থেকে মানুষ আস্থা

হারিয়ে ফেলেছে। তাদের কাছে আইনি সেবা নিতে গিয়ে হয়রানি হয়। তবে এই মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তবেই মানুষ আইনজীবীদের আগের মতো শ্রদ্ধা করবে।
-নিজস্ব প্রতিনিধি

আবরার হত্যার বিচার বিভাগী তদন্ত দাবি ড. কামালের

গণফোরাম সভাপতি ড. কামাল হোসেন বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার হত্যার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করেছেন। তিনি বলেছেন, মত প্রকাশের কারণে কাউকে পিটিয়ে হত্যা সংবিধানের ওপরে আঘাত।
গতকাল বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে গণফোরাম আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ দাবি করেন। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ হত্যার বিচারের দাবি ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির পরিপ্রেক্ষিতে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে গণফোরাম।
ড. কামাল হোসেন বলেন, আবরার হত্যার ‘তদন্ত করে সত্যিকারের ঘটনা উদ্ঘাটন করতে হবে। এটা কোনো দলীয় বক্তব্য নয়। ১৬ কোটি মানুষের একজন হিসেবে আমি এই দাবি জানাচ্ছি’।
এ সময় এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘লেজুড়বৃত্তি করা ছাত্ররাজনীতি আমরা কোনোদিনই চাই না। তবে স্বাধীন ছাত্ররাজনীতি থাকতে পারে’।
আবরার হত্যাকা-◌ে বিচার বিভাগীয় তদন্ত চান কিনা- এমন প্রশ্নের জবাবে ড. কামাল হোসেন বলেন, ‘বিচার বিভাগীয় তদন্তের সঙ্গে অন্যরাও থাকতে পারেন’।
দেশের বর্তমান সার্বিক পরিস্থিতিতে আপনার দলের সংসদ সদস্য পদত্যাগ করবে কিনা- জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘সেটা দলীয় ফোরামে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে’।
এ সময় লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন গণফোরামের নির্বাহী সভাপতি অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী। তিনি বলেন, ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। তারা ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের মতো আচরণ করছে। হলে হলে টর্চার সেল। বুয়েট,

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা কলেজের হোস্টেলগুলোতে টর্চার সেল রয়েছে। টার্গেটে থাকা শিক্ষার্থীকে টর্চার করার আগে দেয়া হয় বিরোধী কোনো সংগঠনের তকমা। এটা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক, রাজনৈতিক ভ-◌ামি ও কৌশলী প্রতারণা। অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী বলেন, সার্বিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেশ ধ্বংসের মুখোমুখি। জনগণের মালিকানা ছিনতাই করে ক্ষমতা দখলের কারণে গণতন্ত্রের শেষ চিহ্নটুকুও মুছে যেতে বসেছে। সুশাসন ও জবাবদিহিতা নেই। শুধু ক্ষমতায় টিকে থাকার লক্ষ্যে রাষ্ট্রের সব অঙ্গ ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করা হয়েছে। গণতান্ত্রিক ন্যূনতম ব্যবস্থার পরিবর্তে কর্তৃত্ববাদী শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ক্ষমতা যেখানে কেন্দ্রীভূত দুর্নীতির মহোৎসব সেখানে দৃশ্যমান। বর্তমান ভিন্নমত দমন, মিথ্যা মামলা, গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যা, সভা-সমাবেশে বাধা-নিষেধ, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন তৈরির মাধ্যমে সরকার প্রকাশ্যে জনগণের মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করেছে। দেশে ক্যাসিনো সংস্কৃতি চলছে। মানুষের জীবনের কোনো নিরাপত্তা নেই।
গণফোরামের নির্বাহী সভাপতি অধ্যাপক আবু সায়ীদ, প্রেসিডিয়াম সদস্য মেজবাহ উদ্দিন, মহসীন রশিদ, মোকাব্বির খান, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মোস্তাক আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক লতিফুল বারি হামিম, ফরিদা ইয়াসমিন প্রমুখ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।
- নিজস্ব প্রতিনিধি

যেকোনো হুমকি মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকতে হবে: সেনাপ্রধান

সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ বগুড়া সেনানিবাসে আর্মার্ড কোর সেন্টার অ্যান্ড স্কুলে ষষ্ঠ সাঁজোয়া কোর পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন। সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ বলেছেন, যেকোনো হুমকি মোকাবিলায় সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত থাকতে হবে। তিনি গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে বগুড়া

সেনানিবাসে আর্মার্ড কোর সেন্টার অ্যান্ড স্কুলে ষষ্ঠ সাঁজোয়া কোর পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

সেনাপ্রধান বলেন, ‘স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও মানুষের আস্থার প্রতীক হিসেবে সেনাবাহিনী প্রতিষ্ঠিত। শান্তি মিশনে আমাদের সদস্যরা সফলতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে সারা বিশ্বে সুনাম অর্জন করেছেন।’

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার রূপকার, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে সেনাবাহিনীর প্রধান বলেন, সেনাবাহিনীর সাঁজোয়া কোরের সদস্যরা ‘প্রাণ দেব, মান নয়’ মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত। এই কোরের সদস্যরা দেশের অভ্যন্তরীণ যেকোনো দুর্যোগময় মুহূর্তে ও জাতিসংঘে শান্তিরক্ষা মিশনে দক্ষতার সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছেন।

জেনারেল আজিজ আহমেদ বলেন, মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে রয়েছে এই কোরের সদস্যদের এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতায় অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আরও যুগোপযোগী ও আধুনিক হয়ে গড়ে উঠবে বলে তিনি দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এর আগে সেনাপ্রধান ষষ্ঠ সাঁজোয়া কোর পুনর্মিলনী কুচকাওয়াজ পরিদর্শন এবং অভিবাদন গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারাসহ আর্মার্ড কোরের অবসরপ্রাপ্ত ও চাকরিরত কর্মকর্তা এবং অন্যান্য পদবির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
- নিজস্ব প্রতিনিধি

ফলোআপ চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর গিয়েছেন কাদের

ফলোআপ চিকিৎসার জন্য গতকাল বৃহস্পতিবার আবারও সিঙ্গাপুর গিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

দুপুর ১টা ২৫ মিনিটে সিঙ্গাপুর এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটে তিনি ঢাকা ত্যাগ করবেন। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের উপপ্রধান তথ্য অফিসার আবু নাছের যুগান্তরকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
২০ মার্চ কার্ডিও থোরাসিক সার্জন ডা. সিবাস্টিন কুমার সামির নেতৃত্বে সিঙ্গাপুর মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে ওবায়দুল কাদেরের বাইপাস সার্জারি হয়।
ওই হাসপাতালের চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে স্বাস্থ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই আবারও ওবায়দুল কাদের সেখানে যাচ্ছেন। আজ শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টায় তার দেশে ফেরার কথা রয়েছে।
২ মার্চ ভোরে শ্বাসকষ্ট শুরু হলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন ওবায়দুল কাদের। সেখানে তার হৃৎপি-◌ের রক্তনালিতে তিনটি ব্লক ধরা পড়ে। ৪ মার্চ এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে তাকে সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে নেয়া হয়।
– নিজস্ব প্রতিনিধি

ফেসবুক স্ট্যাটাসে বহিষ্কার আ’লীগ নেতা যা বললেন

ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক চুক্তিগুলো নিয়ে ফেসবুকে লেখা পোস্ট করায় খুলনা জেলা আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সদস্য পদ থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে ডা. শেখ বাহারুল আলমকে। এর প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, পুরোটাই সভাপতির একতরফা কাজ। অভিযোগ আনতে হলে সভাপতির বিরুদ্ধেই অভিযোগ আনতে হয়। কারণ উনি দলের গঠনতন্ত্র নিয়মনীতি কিছুই মানেন না’।
এর আগে বুধবার রাতে খুলনা জেলা আওয়ামী লীগের এক জরুরি সভায় ডা. শেখ বাহারুল আলমকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে। একই সাথে তাকে স্থায়ীভাবে বহিস্কার কেন করা হবে না এ মর্মে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। তবে এ সিদ্ধান্তকে প্রতিহিংসার প্রতিফলন বলে দাবি করেছেন প্রবীন এ আওয়ামী লীগ নেতা।
গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে তিনি বলেন, ‘শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ আনতে হলে অবশ্যই অভিযুক্ত সদস্য বা নেতাকে নোটিশ দিতে হয়। কী বক্তব্যে গঠনতন্ত্রের কোন ধারা লঙ্ঘন করা হয়েছে, তা তাকে জানাতে

হয়। তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হয়। প্রয়োজন হলে তার বিষয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করতে হয়। এর কোনোটাই জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি করেননি। নির্ধারিত কোনো সভাও ছিল না।
তিনি বলেন, ওইদিন যে সভায় সিদ্ধান্ত হয়, সে সভা পূর্বনির্ধারিত কোন সভাও ছিল না। সভায় আমার বিষয়টি নিয়ে কোনো এজেন্ডাও ছিল না। অন্য একটি বিষয়ে সভা চলছিল। সেখানে থেকে নেতাকর্মীদের ডেকে এনে অগঠনতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পুরোটাই সভাপতির একতরফা কাজ। অভিযোগ আনতে হলে সভাপতির বিরুদ্ধেই অভিযোগ আনতে হয়। কারণ উনি দলের গঠনতন্ত্র নিয়মনীতি কিছুই মানেন না’।
তার স্ট্যাটাসটি হুবহু যুগান্তরের পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হলো- ‘ভারত – বাংলাদেশ দ্বিপক্ষীয় চুক্তি বলা হলেও বাস্তবে একপক্ষীয় সিদ্ধান্ত – বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থ ও অধিকার চরম উপেক্ষিত দুর্বল অবস্থানে থেকে বন্ধু-প্রতিম শক্তিধর প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বৈঠকে -ফলাফল শক্তিধরের পক্ষেই আসে। বাংলাদেশ- ভারত উভয়-পক্ষীয় সমঝোতা স্মারক নাম দেওয়া হলেও বাস্তবে একপক্ষীয় সিদ্ধান্তই মেনে নিতে হয় দুর্বল রাষ্ট্রকে।
ভারত বাংলাদেশ থেকে তার সকল স্বার্থই আদায় করে নিয়েছে। বিপরীতে বাংলাদেশ ভারতের কাছ থেকে এখনও ন্যায্য হিস্যা আদায় করতে পারেনি।
১) দীর্ঘদিনের আলোচিত তিস্তা নদীর পানি বণ্টন এবারের দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় স্থান পায়নি ।
২) ভারতের প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করে কিছু না বললেও তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ্ হুংকার দিয়েছে নাগরিক পঞ্জীতে বাদ পড়া জনগণকে বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়া হবে। তারপরেও এবারের সমঝোতা চুক্তিতে ‘অভ্যন্তরীণ’ অজুহাতে বিষয়টি স্থান পায়নি।
৩) বাংলাদেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গা শরণার্থী মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যে প্রত্যাবসনের বিষয়ে ভারত কিছু বলে নি ।
৪) তিস্তা নদীর পানি বণ্টন নিয়ে চুপ থাকলেও বাংলাদেশ অংশের ফেনী নদীর পানি ত্রিপুরা রাজ্যের পানীয় জল হিসাবে প্রতিদিন ১.৮২ কিউসেক টেনে নেবে ভারত । এ বিষয়ে বাংলাদেশ সম্মত হয়েছে।
৫) বাংলাদেশের জনগণের তরল গ্যাসের চাহিদা পূরণের ঘাটতি থাকলেও ভারতে তরল গ্যাস রপ্তানির সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং যৌথভাবে সে প্রকল্প উদ্বোধনও হয়েছে।
৬) চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর ভারত কীভাবে ব্যবহার করবে, তা নির্ধারিত হলেও বাংলাদেশের জন্য ব্যবহারযোগ্য ভারতের কোনও বন্দর সেই তালিকায় ছিল না।
অমানবিক আচরণের শিকার হয়েও বাংলাদেশ পানি ও গ্যাস সরবরাহ দিয়ে মানবিকতার প্রদর্শন করেছে। বাংলাদেশের মানুষের স্বার্থ ও অধিকার

উপেক্ষিত রেখে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক শেষ হয়েছে।
শক্তিধর প্রতিবেশীর আধিপত্যের চাপ এতোই তীব্র যে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বজায় থাকবে কিনা আশংকা হয়। কারণ ভারতের চাপিয়ে দেওয়া সব সিদ্ধান্ত বাংলাদেশকে মেনে নিতে হচ্ছে।’
- নিজস্ব প্রতিনিধি